ভারসাম্য জাতীয় আয়

জাতীয় আয়ের □ স্তরে অর্থনীতির মোট সরবরাহ ও মোট চাহিদা সমান হয় তাকে ভারসাম্য জাতীয় আয় বলা হয়।

ভারসাম্যাবস্থায় অর্থনীতিতে উদ্‌বৃত্ত বা ঘাটতি কিছুই থাকে না।

ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ধারণ: কেইনসীয় পদ্ধতি (কবুহবংরধহ গবঃ□ড়ফ)

ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ধারণ বিষয়ে এ প□র্ন্ত একাধিক তত্ত্ে¦র অবতারণা হয়েছে। এক এক তত্ত্ে¦ এক এক ধরনের ব্যাখ্যা ও □ুক্তি

দেখানো হয়েছে। তবে কোন তত্ত্¦ই তার বাস্তব গ্রহণ□োগ্যতার প্রশ্নে বেশী দিন বির্তকের উর্ধ্বে থাকতে পারেনি। ঐতিহাসিকভাবে,

কোন একটি তত্ত্¦ □খন তার বাস্তব গ্রহণ□োগ্যতা হারিয়েছে ঠিক তখনই অন্য একটি বিকল্প তত্ত্ে¦র উদ্ভব হয়েছে। ঐতিহাসিক

ধারাবাহিকতায় ক্ল্যাসিকেল অর্থনৈতিক তত্ত্ে¦র বিকল্প হিসেবে বর্তমান শতকের গোড়ার দিকে কেইনসীয় তত্ত্ে¦র উদ্ভব হয়েছিল।

১৯২৯ সনের বিশ্বব্যাপী মহামন্দার (এৎবধঃ উবঢ়ৎবংংরড়হ) পূর্ব প□র্ন্ত ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ধারণের □ তত্ত্¦টি প্রচলিত ছিল

তাকে বলা হয় ক্ল্যাসিকেল তত্ত্¦। অর্থনীতি শাস্ত্রের জনক অ্যা□াম স্মিথ (১৭২৩ - ১৭৯০) এ তত্ত্ে¦র প্রবক্তা। ক্ল্যাসিকেল তত্ত্¦

অনুসারে, সামষ্টিক অর্থনীতির ভারসাম্য সবসময়ই পূর্ণনিয়োগস্তরে থাকে। □দি কোন কারণে এ অবস্থা বিঘিœত হয়ও তা হবে

সাময়িক, পরবর্তীতে তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে (ধঁংঃড়সধঃরপধষষু) ঠিক হয়ে □াবে।

ক্ল্যাসিকেল তত্ত্¦ মূলতঃ অর্থনীতির □োগানের দিককে (ংঁঢ়ঢ়ষু ংরফব) গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ক্ল্যাসিকেল অর্থনীতিবিদদের মতে,

অর্থনীতির চাহিদার দিক নিয়ে ভাবার প্রয়োজন নেই। কেননা □োগান তার নিজস্ব চাহিদা সৃষ্টি করে (ংঁঢ়ঢ়ষু পৎবধঃং রঃং ড়হি

ফবসধহফ - ংধু'ং ষধ)ি। এ বক্তব্যের পেছনে তাঁদের □ুক্তি ছিল নিুরূপ:

“□ুক্তিবাদী (ৎধঃরড়হধষ) মানুষ কখনও শুধু কাজের জন্য কাজ করে না, কারণ কাজ সমসময়েই বিরক্তিকর। মানুষ কাজ করে প্রয়োজনে। মানুষ

কাজ করে উপ□োগ সমৃদ্ধ দ্রব্য ও সেবা লাভ করার জন্য, □া দিয়ে সে তার দৈনন্দিন জীবনের অভাব পূরণ করার চেষ্টা করে। □ অর্থনীতিতে

শ্রমবিভাগ এবং বিনিময় প্রথা প্রচলিত আছে সেখানে মানুষ কাজ করে সরাসরি ঐসব দ্রব্য ও সেবা পায় না, বরং □ সকল দ্রব্য ও সেবা তৈরীতে

তার দক্ষতা বেশী সে শুধু সে সকল দ্রব্য ও সেবা উৎপাদনে নিজেকে নিয়োজিত করে এবং তার উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবা থেকে তার ভোগের জন্য

প্রয়োজনীয় অংশটুকু রেখে বাকী অংশ অন্যান্য উৎপাদনকারীদের দ্বারা উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবার সাথে বিনিময় করে। সে ঠিক সেই মূল্যের উদ্‌বৃত্ত

দ্রব্য ও সেবা তৈরি করবে □া তার চাহিদা অনু□ায়ী অন্যান্য দ্রব্য বা সেবা লাভ করার জন্য প্রয়োজন। অর্থাৎ মূল্যের পরিমাপে তার উৎপাদিত

উদ্‌বৃত্তের সরবরাহ তার অন্যান্য জিনিসের চাহিদার সমান হবে। তাই বলা হয় সরবরাহ চাহিদা সৃষ্টি করে।''

কিন্তু ১৯২৯ সনের মহামন্দার বাস্তবতা ক্ল্যাসিকেল অর্থনীতিবিদদের এই □ুক্তির অসারতা প্রমান করেছে। কেননা ঐ সময়ে

দ্রব্যসামগ্রীর □াগান ছিল চাহিদার চেয়ে অনেক বেশী অর্থাৎ উৎপাদকদের উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রয় হচ্ছিল না। ফলে অর্থনীতিতে

মুদ্রাস্ফীতি, বেকারত্ব প্রভৃতি সমস্যাগুলো প্রকট আকার ধারণ করে। অর্থনীতির এই ঐতিহাসিক সংকটক্ষণে ক্ল্যাসিকেল চিন্তাধারার

বিপরীত চিন্তাধারা নিয়ে অবির্ভুত হলেন বিশ্বখ্যাত অর্থনীতিবিদ জন ম্যানার্ড কেইন্স (১৮৮৩-১৯৪৬)। তিনি তাঁর ‘ঞ□ব

এবহবৎধষ ঞ□বড়ৎু ড়ভ ঊসঢ়ষডুসবহঃ, ওহঃবৎবংঃ ধহফ গড়হবু (১৯৩৬)' বইয়ে অর্থনীতিতে মন্দা সৃষ্টির জন্য দায়ী উপাদানগুলো

পাঠ-২

বিবিএস প্রোগ্রাম

ঈউ¢বেঠ-৩ ভ্রস্ফ¡-৩৬

চিহ্নিত করেন এবং ভারসাম্য জাতীয় আয় ও নিয়োগস্তর স□পর্কে ব্যাখ্যা দেন। কেইন্সের মতে, অর্থনীতিতে পূর্ণনিয়োগ ভারসাম্য

(ঋঁষষ বসঢ়ষডুসবহঃ বয়ঁরষরনৎরঁস) অবিশ্যম্ভাবী নয়, পূর্ণনিয়োগ স্তরের পূর্বে (এবং পরেও) অর্থনীতিতে ভারসাম্য সৃষ্টি হতে

পারে অর্থাৎ অর্থনীতিতে বেকারত্ব বিদ্যমান থাকলেও ভারসাম্য থাকতে পারে। এখন চলুন জাতীয় আয় নির্ধারণের সরল কেইনসীয়

পদ্ধতিটি আলোচনা করা □াক্।

অর্থনীতিতে মোট সরবরাহ ও মোট চাহিদা পর®পর সমান হলেই ভারসাম্য উৎপাদন (বা আয়) ও নিয়োগ নির্ধারিত হয়। পূর্বের

পাঠ থেকে আপনি জেনেছেন, মোট সরবরাহ, ত = ঈ+ঝ এবং মোট চাহিদা, ণ = ঈ+ও। কেইন্স তাঁর আলোচনায় অর্থনীতির

সরবরাহের দিকটাকে স্থির ধরে নিয়ে ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ধারণে শুধুমাত্র চাহিদার দিককে গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি অর্থনীতির

মোট সরবরাহকে স্থির ধরেছেন দুটো কারণে -

এক. তিনি তাঁর তত্ত¦টি মূলতঃ মহামন্দার বাস্তবতার আলোকে প্রবর্তন করেছেন। □হেতু মহামন্দার সময় মোট সরবরাহ প□াপ্ত

পরিমাণে বিদ্যামান থাকে, সেহেতু কেইন্স মোট সরবরাহের দিকে নিয়ে তেমন কোন আলোচনা করেননি। তিনি মোট সরবরাহকে

স্থির ধরে মহামন্দার জন্য মোট চাহিদার স্বল্পতাকে দায়ী করেছেন।

দুই. কেইনস তাঁর তত্তে¦ স্বল্প সময়ের অবস্থা নিয়ে আলোচনা করেছেন। স্বল্প সময়ে (ং□ড়ৎঃ ৎঁহ) অর্থনীতির মোট সরবরাহ

পরিবর্তন করা প্রায় অসম্ভব। তাই একে স্থির বলে গণ্য করা □ায়।

সরল কেইনসীয় পদ্ধতিতে ভারসাম্যের শর্তটিকে নিুরূপে লিখা □ায় -

মোট সরবরাহ = মোট চাহিদা

বা, ত = ণ

বা, ঈ+ঝ = ঈ+ও

□ে আয়স্তরে উপরোক্ত শর্তটি পূরণ হয় সে আয়স্তরই হচ্ছে ভারসাম্য জাতীয় আয়। লেখচিত্রের সাহা□্যে বিষয়টি নিুরূপে দেখানো

□ায় -

ঈ+ঝ=ঈ+ও

ঈ+ও

ঋ

ঈ+ও

ঙ ণ

ঊ

ণঊ ণঋ

−ল¡ঠ ছ¡ য়েপ¡

–ল¡ঠ ঝ¡ধ£ঁ ইঁ

ঈ+ও+ও

৪৫ক্ক

চিত্র ৩.৬: ভারসাম্য জাতীয় আয়

চিত্র ৩.৬ এ ভূমি অক্ষে মোট জাতীয় আয় ও উল্লম্ব অক্ষে মোট চাহিদা দেখানো হয়েছে। ৪৫ক্ক রেখার প্রতিটি বিন্দু মোট সরবরাহ

ও মোট চাহিদার সমতা দেখাচ্ছে। ঈ+ও হচ্ছে মোট চাহিদা রেখা। চিত্রে দেখা □াচ্ছে, ঊ বিন্দুতে মোট চাহিদারেখা (ঈ+ও রেখা)

৪৫ক্ক রেখাকে ছেদ করেছে। অর্থাৎ ঊ বিন্দুতে মোট সরবরাহ ও মোট চাহিদা সমান। কাজেই ঊ বিন্দু হচ্ছে অর্থনীতির ভারসাম্য

বিন্দু। ঊ বিন্দুকে বলা হয় ইৎবধশ-বাবহ বিন্দু কেননা ঊ বিন্দুতে অর্থনীতির আয় ও ব্যয় সমান। ঊ বিন্দু থেকে ভূমি অক্ষের উপর

লম্ব টানলে আমরা ভারসাম্য জাতীয় আয়স্তর পাই। চিত্রে ণঊ হচ্ছে ভারসাম্য জাতীয় আয়স্তর। চিত্র ৩.১ কে বলা হয় কেইনসীয়

আড়াআড়ি লেখচিত্র - ও (কবুহবংরধহ পৎড়ংংং ফরধমৎধস - ও)

চিত্রে দেখা □াচ্ছে, ণঊ ভারসাম্য জাতীয় আয় হলেও তা পূর্ণনিয়োগ জাতীয় আয় নহে। চিত্রে ণঋ হচ্ছে পূর্ণনিয়োগ স্তরের জাতীয়

আয়। ণঊ, ণঋ থেকে কম। তাছাড়া ঊ বিন্দুতে মোট চাহিদা (ঈ+ও) পূর্ণনিয়োগের মোট সরবরাহের চেয়ে কম। ফলে মহামন্দার

সৃষ্টি হবে এবং বেকারত্ব দেখা দেবে। তবে এ অবস্থায় স্বতঃর্স্ফুত বা স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ বৃদ্ধি করে মন্দা ও বেকারত্ব দূর করা □ায়।

সরকার স্বতঃর্স্ফুত বা স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ বৃদ্ধি করতে পারে। চিত্রে দেখা □াচ্ছে, সরকারী বিনিয়োগ ও' পরিমাণ বাড়ানো হলে মোট

চাহিদা হবে ঈ+ও+ও' এবং ভারসাম্য হবে ঋ বিন্দুতে। ঋ বিন্দুতে পূর্ণনিয়োগ ভারসাম্য হবে। এতক্ষণ আমরা কবুহবংরধহ পৎড়ংংং

ারসাম্য জাতীয় আয় নির্ধারণ: সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সমতা

সঞ্চয় ও বিনিয়োগের চিত্র ৩.৫ -এ জাতীয় আয় নির্ধারণের □□ বিষয়টি দেখানো হয়েছে সেই একই বিষয় সঞ্চয় ও বিনিয়োগের

সমতার মাধ্যমে দেখানো সম্ভব। এ প্রসংগে আমরা জাতীয় আয়ের ভারসাম্য শর্তটির দিকে পুনরায় দৃষ্টি দিতে পারি। ভারসাম্য

শর্তটি হচ্ছে -

ঈ + ঝ = ঈ + ও

উভয় পক্ষে □হেতু দঈ' রয়েছে সেহেতু উভয় পক্ষ থেকে দঈ' বাদ দিলে ভারসাম্য শর্তটির মূল অর্থের কোন পরিবর্তন হবে না।

কাজেই ভারসাম্য শর্তটিকে লিখা □ায়: ঝ = ও □া কাংখিত সঞ্চয় ও কাংখিত বিনিয়োগের সমতা নির্দেশ করছে। এই বিষয়টিকে

আমরা পূর্বোক্ত পাঠ থেকে সঞ্চয় রেখা ও বিনিয়োগ রেখা স□পর্কে □ ধারণা অর্জন করেছি সেগুলো ব্যবহার করে নি্যোক্ত

লেখচিত্রের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করতে পারি -

ঝ,ও

ও

ঙ

ঊ

ণঊ

ঝ

ও

ণ

+

®ল¡ঠ ঝ¡ধ£ঁ ইঁ

ঢ়’ ঁ ঔ ¢□¢ব–ঁ¡ঘ

-

ঋ

ও+ও

ণঋ

চিত্র ৩.৭: সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সমতা

চিত্র ৩.৭ এ ভূমি অক্ষে মোট জাতীয় আয় এবং উল্লম্ব অক্ষে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ দেখানো হয়েছে। স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ □খন ও তখন

বিনিয়োগ রেখা হচ্ছে ওও। ওও রেখা সঞ্চয় রেখা ঝ কে ঊ বিন্দুতে ছেদ করেছে অর্থাৎ, ঊ বিন্দুতে সঞ্চয় ও মোট কাংখিত বা

পরিকল্পিত বিনিয়োগ সমান। কাজেই ঊ বিন্দুটি হচ্ছে ভারসাম্য বিন্দু এবং ণঊ হচ্ছে ভারসাম্য জাতীয় আয় (এই ণঊ চিত্র ৩.৬ এর

ণঊ এর অনুরূপ)। চিত্রে ণঋ হচ্ছে পূর্ণনিয়োগ স্তরের জাতীয় আয়। কাজেই ণঊ ভারসাম্য জাতীয় আয় হলেও তা পূর্ণনিয়োগ স্তরের

নিচের স্তরের (নবষড়ি ভঁষষ বসঢ়ষডুসবহঃ ষবাবষ) জাতীয় আয়। এতে অর্থনীতিতে মন্দা ও বেকারত্ব দেখা দিবে। এ অবস্থা দূর

করার জন্য স্বতঃস্ফুর্ত বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। সরকারী বিনিয়োগ ও' পরিমাণ বাড়ায়ে এ সংকট দূর করা □ায়। চিত্রে দেখা □াচ্ছে,

সরকারী বিনিয়োগ ও' পরিমাণ বৃদ্ধি করাতে স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ ও+ও' হয়েছে। নতুন বিনিয়োগরেখা সঞ্চয় রেখাকে ঋ বিন্দুতে ছেদ

করেছে। ঋ বিন্দুতে পূর্ণনিয়োগ ভারসাম্য অর্জিত হয়েছে। চিত্র ৩.৭ কে কেইনসীয় আড়াআড়ি লেখচিত্র - ওও (কবুহবংরধহ পৎড়ংংং

ফরধমৎধস - ওও) বলা হয়।

এতক্ষণের আলোচনা থেকে আপনি ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ধিারণ প্রক্রিয়া স□পর্কে জানলেন। তাছাড়া জানলেন □, অর্থনীতিতে

পূর্ণনিয়োগ স্তরের পূর্বেও ভারসাম্য দেখা দিতে পারে। সরকারী বিনিয়োগ বৃদ্ধি করে অর্থনীতিকে অপূর্ণনিয়োগ ভারসাম্যাবস্থা থেকে

পূর্ণনিয়োগ ভারসাম্যে উন্নীত করা □ায়। তবে এক্ষেত্রে প্রশ্ন থাকে □, কতটুকু বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা হলে অর্থনীতি ঠিক পূর্ণনিয়োগ

ভারসাম্যস্তরে পৌছঁবে। এ প্রশ্নের উত্তর জানার জন্য ‘গুণক' স□পর্কে ধারণা লাভ করতে হবে। ‘গুণক' হচ্ছে এমন একটি ব্রুবক □া

নতুন বিনিয়োগের ফলে জাতীয় আয় কতগুণ বৃদ্ধি পাবে তা নির্দেশ করে অর্থাৎ ∆ণ = ক ∆ও; এখানে ক হচ্ছে গুণক। গুণক

স□পর্কে আপনি বিস্তারিত জানতে পারবেন ইউনিট-৪ এর পাঠ-৩ থেকে। তাই এ মূহুর্তে গুণক স□পর্কে বিস্তারিত আলোচনা